স্বর্ণজয়ন্ত্রী গ্রামস্বরোজগার যোজনা

- এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী (বি.পি.এল.) পরিবারগুলোর আয় একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাড়িয়ে দারিদ্রসীমার উপরে তোলা এবং তাদের স্বনির্ভর করে তোলা।
- প্রধানতঃ ১০ থেকে ২০ জন (প্রতি পরিবার থেকে ১ জন করে) নিয়ে স্বনির্ভর দল গঠন করে এই প্রকল্পে আসতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্র - যেমন দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ২০ জন নিয়ে দল গঠন করা যাবে।
- এই স্বনির্ভর দলের ম □ল লক্ষ্য হবে নিজেদের উদ্যোগে সরকার, ব্যাঙ্ক ও পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় স্বাবলম্বী হওয়া।
- এই প্রকল্পের সুযোগ কেবলমাত্র বি.পি.এল. তালিকাভূক্ত পরিবারই পাবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ২০ ভাগ এবং অতি বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ৩০ ভাগ স্বরোজগারী দারিদ্র্যসীমার সামান্য উপরে থাকতে পারে। তবে তারা দলের কোন পদ অধিকার করতে পারবেন না এবং কোন অনুদান পাবেন না।
- কেবলমাত্র মহিলা / কেবলমাত্র পুরুষ / মহিলা ও পুরুষ একত্রে স্বনির্ভর দল গঠন করতে পারবেন তবে খেয়াল রাখতে হবে যে দলে কোন ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপী সদস্য যেন না থাকেন।
- দলে একই পরিবারের একাধিক সদস্য থাকতে পারবেন না ও একজন একাধিক দলের সদস্য হতে পারবেন না।
- প্রথমে ১০ থেকে ২০ জন একত্রিত হয়ে একটি সভা বা মিটিং করবেন যা হবে দলের প্রথম সভা। এই সভায় দলের একটি নাম ঠিক করতে হবে। এই সভায় দলনেতা / দলনেত্রী, সভাপতি / সভানেত্রী এবং কোষাধ্যক্ষের নাম ঠিক করতে হবে। এছাড়াও ঐ সভায় দলের নিয়মাবলী, আভ্যন্ □রীণ সুদের হার, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ঠিক করতে হবে; প্রতি মাসে দলের সকল সদস্য কত টাকা করে সঞ্চয় করবেন তাও ঠিক করতে হবে।
- দল গঠনের পরে নিকটবর্তী রাষ্ট্রীয় বা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখায় দলের নামে একটি সঞ্চয় তহবিল বা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। এই তহবিল খোলার জন্য দলের প্রথম সভার কার্যবিবরণীর প্রতিলিপি ব্যাঙ্কে দিতে হবে।
- দল গঠনের পরে যত শীঘ্র সম্ভব দলের পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ □একটি প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ডি.আর.ডি.সি. থেকে দলের জন্য করে দেওয়া হয়।
- দল চালানোর জন্য চারটি খাতা অবশ্যই রাখতে হবে যেগুলি হল - (১) সভার কার্যবিবরণী বই বা মিটিং খাতা, (২) জমা খরচের বই বা ক্যাশখাতা, (৩) সঞ্চয় খতিয়ান বই ও (৪) ঋণদান ও আদায় বই।
- এই ভাবে অন্ □তঃ ছয় মাস চলার পরে দলের প্রথম ম □ল্যায়ন করা হয়। প্রথম ম □ল্যায়নে উত্তীর্ণ হলে দল আবর্তনীয় তহবিলের টাকা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রথম ম □ল্যায়নের দিনে দলের মোট সঞ্চিত টাকার উপর নির্ভর করে দলের আবর্তনীয় তহবিলের সীমা নির্ধারণ করা হয়। এই তহবিলে ডি.আর.ডি.সি. ১০০০০ টাকা দেয় এবং ব্যাঙ্ক প্রথম ম □ল্যায়নের দিনে দলের মোট সঞ্চয়ের চারগুণ পর্যন্ □টাকা এই তহবিলে দেয়। এইভাবে ডি.আর.ডি.সি. ও ব্যাঙ্কের সহায়তায় দলের জন্য একটি ক্যাশ-ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট একই ব্যাঙ্কে অর্থাৎ যে ব্যাঙ্কে দলের সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট আছে সেই ব্যাঙ্কে খুলে দেওয়া হয়। এই তহবিল থেকে ডি.আর.ডি.সি.-র দেওয়া ১০০০০ টাকা পর্যন্ □ঋণ নেওয়ার জন্য কোন রকম সুদ ব্যাঙ্ককে দিতে হয় না। ১০০০০ টাকার অতিরিক্ত টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য দলকে ব্যাঙ্ক-নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হয়।
- আবর্তনীয় তহবিল থেকে টাকা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহারের জন্য ঋণ হিসেবে নেওয়া যাবে। এই তহবিল থেকে যতবার প্রয়োজন ততবার ঋণ নেওয়া যায়।
- আবর্তনীয় তহবিলের এই টাকা অন্ □তঃ ছয়মাস ব্যবহার করার পর দলের দ্বিতীয় ম □ল্যায়ন করা হয়। দ্বিতীয় ম □ল্যায়নের পর দলের টাকার চাহিদা অনুযায়ী আরও ১০০০০ টাকা দ্বিতীয়বার আবর্তনীয় তহবিল হিসেবে ডি.আর.ডি.সি. দেয়। আবর্তনীয় তহবিলে ডি.আর.ডি.সি. কোন একটি দলকে সর্বমোট ২০০০০ টাকা দিতে পারে।
- দ্বিতীয় ম □ল্যায়নে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে যদি দেখা যায় দল একটি অর্থনৈতিক প্রকল্প নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছে এবং দলের বড় ঋণ ব্যবহার করার মত দক্ষতা তৈরী হয়েছে তখন দলকে প্রকল্প ঋণ গ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে প্রকল্প ঋণ দেওয়ার আগে অবশ্যই দল যে বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করবে সেই বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এই প্রশিক্ষণ ডি.আর.ডি.সি. থেকে বিনাম □ল্যে দলকে দিয়ে দেওয়া হয় বা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- পরিশেষে দল গঠনের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র নিজেদের জন্য কোনও অর্থনৈতিক কাজ করা বা কোনও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের স্বনির্ভর করে তোলা নয় - একই সঙ্গে দল কিছু সামাজিক কাজও করবে যার ফলে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরাও উপকৃত হবে।